৩। CC-T-3 (পর্ব-৩)[Sem-II] মাথুর/ প্রবাস/ বিরহ

'যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত' [অর্থসৌকর্য / ভাবসৌকর্য, তাৎপর্য, বিশ্লেষণ]

উঃ- পদটি মাথুর পর্যায়ের। পদকর্তা হলেন গোবিন্দদাস। পদটি দশমী দশায় উপনীত রাধার উক্তি। মৃত্যুর পরও নিজের দেহের রূপ-রস প্রকৃতির পঞ্চভূতে মিশিয়ে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্যলাভের আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়েছে এখানে।

কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাবার পর রাধা গভীর বিরহ দশার মধ্যে দিন অতিবাহিত করছেন। তিনি বুঝেছেন, জীবিত অবস্থায় তার কৃষ্ণের দর্শন মিলবে না, তাই মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে মিলতে চান। রাধা বলছেন, প্রভু কৃষ্ণ যে পথ দিয়ে তাঁর অরুণ-রক্তিম চরণ ফেলে চলে যান, সেই পথেই তাঁর দেহ যেন মৃত্তিকা হয়ে থাকে। যে আয়নায় প্রভু নিজের মুখ দেখেন তার সঙ্গে যেন মিশে থাকে রাধার অঙ্গজ্যোতি। কবি বলেন—

"যাঁহা পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥"

— মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি কৃষ্ণকে লাভ করতে চেয়েছেন। শ্রীমতী রাধা তাঁর সখীকে সম্বোধন করে বলেছেন —

"এ সখি বিরহ- মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুল-চন্দ॥"

— অর্থাৎ এখন আর বিরহ ও মৃত্যুর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব রইল না, এভাবেই এখন আমি গোকুলচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হব।

রাধা আবার বলছেন, যে সরোবরে কৃষ্ণ প্রত্যহ স্নান করেন মৃত্যুর পর রাধা সেই সরোবরে জল হয়ে থাকতে চেয়েছেন। মৃত্যুর পর রাধিকার, যে পাখায় শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ হাওয়া খান, সেই পাখার হাওয়ার সঙ্গে তার শরীর যেন মিশ্রিত হয়ে যায় — এই প্রার্থনা করেছেন —

"যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥"

— এখানেই শেষ নয় তাঁর আকাঙ্ক্ষা। তিনি বলছেন, যেখানে জলধর কৃষ্ণ ভ্রমণ করেন, সেখানে রাধিকা আকাশ হয়ে বিরাজ করতে চান। পদকর্তা গোবিন্দদাস জানিয়েছেন, মরকত-তনু শ্যাম কখনও রাধিকাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না; তিনি নিশ্চিত তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন —

"যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি
সো মরকত-তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥"

গোবিন্দদাস 'উজ্জ্বলনীলমণি'-র একটি শ্লোকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গোবিন্দদাস এই পদটি রচনা করেছেন। শ্লোকটির বাংলা অর্থ এইরকম — আমার এই দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হোক। পঞ্চমহাভূতেও নিজের নিজের বিভাগে প্রবেশ করুক। বিধাতাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করে এই একটি মাত্র বর প্রার্থনা করছি যে শ্রীকৃষ্ণের অবগাহন সরোবরে আমার দেহস্থিত জলাংশ, তাঁর দর্পণে জ্যোতির অংশ, তাঁর অঙ্গনের আকাশে আমার আকাশ অংশ, তাঁর যাতায়াত পথে মৃত্তিকা এবং তাঁর তালবৃন্তে আমার দেহের বায়ু অংশ প্রবিষ্ট হোক। গোবিন্দদাস এই শ্লোকটির ভাবানুসারেই পদটি রচনা করেন। নিম্নে শ্লোকের সঙ্গে পদের সাদৃশ্য সূত্রাকারে দেখানো হল —

Scanned by CamScanner

পঞ্চভূত হল ক্ষিতি (মাটি), অপ (জল), তেজ (জ্যোতি), মরুৎ (বাতাস) ও ব্যোম (আকাশ)। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাঁর কৃষ্ণসঙ্গ লাভের আকাঙ্ক্ষা এই পদটিতে ব্যক্ত হয়েছে—

ক) ক্ষিতি (মাটি) :- শ্রীকৃষ্ণ যে পথ দিয়ে যাবেন, সেই পথের মাটিতে মিশে যাবে রাধার দেহের 'ক্ষিতি' অংশ।

খ) তেজ (জ্যোতি) :— যে আয়নায় কৃষ্ণ মুখ দেখেন, সেখানে মিশে যাবে তাঁর দেহের 'তেজ' অংশ অর্থাৎ অঙ্গজ্যোতি।

গ) অপ (জল) :— যে সরোবরে কৃষ্ণ স্নান করেন, সেই সরোবরের জলে মিশে যাবে রাধার দেহের 'অপ' অংশ।

ঘ) মরুৎ (বাতাস) :— যে পাখায় কৃষ্ণ নিজের শরীরে হাওয়া করেন, সেই পাখার হাওয়ায় মিশে যাবে তাঁর দেহের 'মরুৎ' অংশ।

ঙ) ব্যোম (আকাশ) :— যেখানে কৃষ্ণ ভ্রমণ করেন, সেখানে তাঁর দেহের ব্যোম অংশ আকাশ হয়ে যাবে।

— গোবিন্দদাস এখানে উজ্জ্বলনীলমণির বৈষ্ণব ছন্দের বাইরে এক পা-ও বাড়াননি।

দেহতত্ত্বের মধ্য দিয়ে দেহাতীতকে লাভ করার গভীর পথ খুঁজে পেয়েছেন কবি, পার্থিব সীমা থেকে অসীম, রূপ থেকে অরূপ, দেহ থেকে দেহাতীত প্রেমে উত্তরণের কল্পিত হয়েছে। আর এখানেই পদটি বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্য পর্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদে পরিণত হয়েছে।

Scanned by CamScanner